মাথিন কূয়োঁ - ২

শহীদ আহমদ খান (মন্টু)

আগের সংখ্যার পর - - -

মংফ্রু ও তার স্ত্রী মাচেন, ওদের মেয়ে জামাই শেলাফ্রু সবাই আমাকে এগিয়ে দিতে এলো, তখন রাত্রি প্রায় ঘনিয়ে এসেছে কৃষ্ণপক্ষ, টর্চলাইট এর আলো আমাদের জন্য এখন বেশ কাজ করে যাচ্ছে, চারিদিকে বন, উপবন,ডোবা,খাল আর বেশ বড় বড় কয়েকটি শিশুগাছ ভুতুড়ে ছায়া ছড়িয়ে দাড়িয়ে আছে, নির্ব্বাক,নিশ্চুপ কিন্তু যখন একটু হাওয়া আসে তখন ঐ বৃক্ষগুলির পাতায় প্রানজাগে ওরা শিরশির করে উঠে। খালে তেমন স্রোত নেই ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। আমরা খালের পাড়ে দিয়ে চলেছি, খালের উপর মাঝে মাঝে ২/১ টি বাঁশের সেতু আছে, সেতু গুলো বেশ মজবুত তবে ঐ সেতুকে সেতু না বলে সাঁকো ও বলা চলে। সেতু পার হওয়া মাত্র ওরা যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেলো, কারণ কূয়োঁর কাছা-কাছি এসেছি, ওরা প্রায় প্রত্যেকে আতঙ্কে জড়সড় হয়ে যাচ্ছিল এবং আমাকে অনুনয় বিনয় আরম্ভ করলো, বললো 'মোরা ডর করিছে, আর ন যেইব, আরারে যাইতে দনা সাব, ওদের অবস্থা বুঝে ওদের মুদু হেসে বিদায় জানালাম, ওরা প্রায় দৌড়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো। প্রত্যেকটি সৈনিককে যখন হাইকমান্ড বিভিন্ন নিরালা নীরব প্রান্তরে পোষ্টিং দেয় টেঙ্ক এর আনাগোনা লক্ষ্য রাখার জন্য ঠিক সে রকম আমাকে ও ঐ সৈনিকগুলোর মত যেন পোষ্টিং দেওয়া হলো, ঐ সমস্ত সৈনিকদের পিঠে ওয়ারলেস সেট থাকে, একটু নড়াচড়া দেখলেই ওয়ার করতে হবে ' এ টেনশন হেড কোয়ার্টার, এটেনশন, সামথিং মুভিং, ওভার ওভার' ঐ ওয়ার পেলেই ঝাঁকে ঝাঁক বিমান আসে এবং বোম্বিং এর জন্য রেডি হয়, আমার অবস্থা ও ঠিক তেমনি আমাকে যেন পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে লক্ষ্য রাখার জন্য কিছু নড়াচড়া করছে কিনা, কূঁয়োর কাছে এগুতে আমার মনেও প্রতিক্রিয়া শুরু হলো, বুঝি কি জানি যেন কূঁয়োর ভেতর পানিগুলো যেন নড়ে চড়ে উঠলো আমার শির দাঁড়াও তখন আতঙ্কের শিহরন, আমি নিজেকে নিজে যেন ওয়্যার করছি, সাবধান সাবধান! কিছু যেন খেলনা রিভলবার এতে গুলি থাকেনা, থাকে কেপ, ট্রিগার টিপলেই ভীষণ শব্দে বিষ্ফোরিত হয় কেপগুলো, দপ করে আগুন জ্বলে উঠে, ধূয়ার ধূয়া হয়ে যায় চারিদিকে, অগত্যা ঐ অন্ধের যষ্টি দৃঢ় হাতে ধরে এগুলোম, টর্চ্চ জ্বালিনি কারণ আলোর ঝলকানিতে অশরীরীরা অদৃশ্য হয়ে যায় বলে শুনেছি। কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয় ওখানে সন্ধ্যা হয়, আমি যখন কূঁয়োর মুখে পৌঁছেছি তখন হঠাৎ জমজমাট অন্ধকার হয়ে গেলো, পাঁচ ব্যাটারী টর্চ্চলাইট আমার গলায় বেল্টে ঝুলানো, তবু আমি জ্বালালাম না,কি জানি আলোর ঝলকানিতে মাথিন যদি কূয়োঁ থেকে উঠে এসেও যদি অদৃশ্য হয়ে যায় তবে আমার এত প্রয়াস, এত পরিশ্রম সব ব্যার্থ হয়ে যাবে। গা ছমছম করছে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সান বাধানো কূঁয়োটির কাছে পৌঁছলাম, ওটা একটা টিলার উপরে। হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝলাম কূঁয়োটি সান বাধানো, একটু খানি ফোকাস দিয়ে দেখা গেল কূঁয়োটির গায়ে অজস্র মাশরূম, আগাছা ও তৃণের ঘন সন্নিবেশ, বুঝা গেল ওটা অনেক পুরানো, অনেকটা ঐতিহাসিক স্মৃতি

বহন করে যাচ্ছে। যাই হোক সময় নষ্ট না করে আমার ব্যাগ থেকে 'মোচাটা' বের করলাম। কয়েকটি বোতলে পানি ভরে এনেছি যথেষ্ট। প্রচন্ড ক্ষুধা অনুভব করলাম, সুগন্ধি চালের ভাত এর ঘ্রান, সুস্বাদু বেগুন ভাজা, আলুর চচ্চড়ী ক্ষুধা অনেকগুন বাড়িয়ে দিলো। সুতরাং গো গ্রাসে গিলে অল্প সময়ের মধ্যে খাওয়ার পর্ব শেষ করলাম। ঢক ঢক করে দু'বোতল পানি পান করে উদর পূর্তি করলাম। এখন হাত-মুখ প্রাক্ষালন, আর একটা বোতল থেকে কিছু পানি নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আরও কিছুক্ষন কাটলো, আমাবস্যার নিকষ অন্ধকার জমাট বাঁধছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার তান, ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ অবিশ্রান্ত, অবিরাম, ব্যাঙ ডাকছে বোয়াং ফোয়াং, আকাশ গুড় গুড় করছে, সর্ব্বনাশ চৈত্রে কালবৈশাখীর তান্ডব হবে না তো। আমি একা, আমাকে একটা কোন নেড়ি কুকুর বা বিড়াল ও তার জ্বলজ্বলে চক্ষুমেলে একটু ম্যাও বলছেনা, সাহস লোপ পাচ্ছে, শিরদারা বেয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন, কূঁয়োটির কাছে মহাকাল এর সাক্ষীর সামিল বেশ কয়েকটা বিশাল বৃক্ষ কূঁয়োটিকে অতন্দ্রপ্রহরীর মত পাহারা দিয়ে যাচ্ছে, একে তো চৈত্রের সরাদিনভর প্রচন্ড দাবদাহে উত্তপ্ত কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি তখনও একটু শীতল হয়ে উঠেনি আবার অন্যদিকে অল্পক্ষণের ব্যবধানে বারবার ধূলিঝড় আমার আপাদমস্তক বিশ্রী রকম ধূলোয় ভরে দিচ্ছে, বিশেষ করে দম বন্ধ হয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, নিজেকে নিজে ধিক্কার দিচ্ছি কোনো মাথিন নামের এক প্রেতাত্মাকে শুধু একটি বার দেখার জন্য এতবড় ঝুকি নিলুম, যে কোন সময় একটা বিরাট ঘুর্ণি বায়ু আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। যারা কালবৈশাখী ধ্বংসলীলা দেখেনি তারা বুঝবেনা ঐ ভয়ানক রাক্ষসী মূহুর্তে কত অসহায় মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করে দিতে পারে, আমি'ত কোন ছার, এই যে কথাটা বললুম এটার অগ্নিসাক্ষী হলো এক লহমায় প্রচন্ড ঘূর্ণির মত একটা মহাসংকেত এর ভয়ঙ্কর বেগ যার স্পীড হারিকেন এর দাপট এর রিটি ধ্বংসলীলার সমতুল্য ২০০ কিঃ মিঃ ঘন্টায় প্রবাহের চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। মূহুর্তে বিরাট বিরাট মহিরুহ উৎপাটিত হচ্ছে ধূলোয়, বাতাসের রক্তজল করা ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক প্রবাহ চারিদিকে অন্ধকার করে একটা পৈশাচিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো, উৎপাটিত বৃক্ষগুলির একটিও যদি আমার মাথায় পড়ে বজ্রের মত বেগ নিয়ে তবে আমার চূর্ণ ও পাওয়া যাবে না। তখন শুধু শোঁ শোঁ শব্দ, বজ্রের ভযাবহ ঝলকানি কতগুলো বজ্র যে নারকীয় ভীষন শব্দে নিপতিত হচ্ছে, সঙ্গে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত, সবমিলে একটা বিষাক্ত নারকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করলো, তখন বহুদুর থেকে ভেসে আসছে মরণাত্মক চিৎকার হয়তো বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, খালে পানির উচ্ছাস ৮ ফুট থেকে ১০ ফুট এর কম নয়, আমি প্রাণ-পণে ছুটে গেলাম, দ্বিগবিদিক জ্ঞান শুন্য হয়ে আমার অবস্থা তখন 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা', আর কোন কিছু না পেয়ে আমি একটা প্রকান্ড মহীরুহে অবস্থান নিলাম। এই মহীরুহটা প্রকান্ড বিজলীর ঘন ঘন চমকে দেখতে পেলাম ওটা এমন একটা বৃক্ষ যা দৈর্ঘ্য প্রস্থে যেমন বিরাট আবার তেমনি এর একটি শাখা কে এক একটি রসাল বৃক্ষ বলা যায় মনে মনে আন্দাজ করে নিলুম এই শাখাগুলিও প্রকান্ড বট বৃক্ষের সমান। অনেকে সমূহ বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়েন, আমি সাহসে বুক বেধে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলুম আচ্ছা এর যে কোন একটি শাখায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পৌঁছানো যায় না? যেমন ভাবা তেমনি কাজ, এক মূহুর্ত সময় নেই, ঝড়ের যে ভয়ঙ্কর দাপাদাপি আর বাতাসের যা প্রচন্ড বেগ যে কোন

সময় যে কোন বৃক্ষ ভেঙ্গেঁচুরে আমার মাথায় পড়ে আমাকে চুরমার করে দেবে তাছাড়া বজ্রের যে ভয়ঙ্কর গর্জন এতে মনে হয় এক্ষুনি একটি বা কয়েকটি বজ্র আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, ছারখার করে দেবে, এই রকম কিছু মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, সুতরাং হামাগুড়ি দিয়ে যে কোন শাখায় কোনমতে পৌঁছাতে পারলে তারপর কি করবো সেটা চিন্তা করা যাবে। হঠাৎ কবি নজরুল এর ভাদূর্ন টেঞ্চের' একটি পৃষ্টা মনে পড়লো 'কামানের গোলায় কেল্লার চৌদিক ভয়ঙ্কর লালে লাল করে দিচ্ছে' মরছে অজস্র তবু ভয়বহ কমান্ড আসছে, এডভান্স! এডভান্স! আমরা এগুচ্ছি গুলি মেরে চিতার মত,আমাদের সামনের সারির একটি প্লাটুন কামানের গোলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, ওতে কমকরে ২০০ সৈনিক জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, কিন্তু উপায় নেই আমরা আর এক সারি মরণ-পণে এগুচ্ছি, বেশ কয়েকজন নীড়হারা অসহায় পাখির মত থির থির করে কাঁপছে কিন্তু এখন ভয় পেলে চলবেনা। এই মূহুর্তে মনে সাহস রাখতেই হবে,হৃদয়ের প্রান্তে প্রান্তে ভূমিতে সিংহ গর্জনের থরথর কম্পন জাগিয়ে আওড়াতে হবে 'ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর' আমরা যে সৈনিক আমরা এডভান্স করবো, বেয়নেট বিদ্ধ করবো, আসুক ভয়ঙ্কর কামানের গোলা, আমরা বিড়ালের মত লেজ গুটোবোনা, এগিয়ে যাবো, মরবো দলে দলে তবুও একইঞ্চি পিছু হটবোনা। সৈনিক কবি নজরুলের এই কয়েকটি লাইন আমার মনে প্রচন্ড সাহস এনে দিল। আমি এডভান্স করলুম, আমার প্রতিপক্ষ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়কে অবহেলা করে হামা দিয়ে যাচ্ছি, আমার গাছটি পিচ্ছিল, যে কোন সময় স্লিপ করলে নিচে ৮ ফুট পানিতে পড়ে তীব্র বেগে কোথায় যে ভেসে যাবো তা কল্পনা করতেও শিউরে উঠছি থরথর করে কেঁপে কিন্তু না ভেঙ্গেঁ পড়লে চলবেনা, লক্ষ্যে পৌছতেই হবে, আমি নির্বিকার। মূল্যবান পোষাক ভিজে সপ সপে হয়ে গেছে, ব্যাগ দুটো কাঁধে আছে, সেগুলো ও সম্পূর্ণ ভিজে গেছে, ব্যাগে টাকা, কাপড়-চোপড়, টর্চ, খেলনা পিস্তল সব রাখা আছে 'পরোয়া নিস্ত' অর্থাৎ পরোয়া করিনা, গ্রাহ্য করিনা, শুধু পাঠান বুলি আওড়াই, আরো বলি আল্লাহ্ মালেক, রাখে আল্লাহ্ মারে কে! এইভাবে একসময় ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আর একটি শাখায় পৌঁছে গেলাম। ঐ শাখাটা বেশ মজবুত, অন্তত ২০০ মাইল বেগে ওটা ভাঙ্গঁতে পারবেনা, একেই বলে 'আলৌকিক সাহায্য' অতএব বেশ সাহস করে মজবুত শাখাটিকে জড়িয়ে ধরে শক্ত অবস্থান নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

এখন আমার লক্ষ্যটি কি? প্রশ্ন উঠবে। আসলে গল্প লেখা আমার বাতিক, মাথিন এর কথা দক্ষিন চট্টগ্রামে চাউর হয়ে গেছে, তাছাড়া এখন রেডিও,টেলিভিশনে এই রহস্যময় প্রেম উপাক্ষ্যান জায়গা করে নিয়েছে। টেক্‌নাফ আমার দেশে নয় তবে বাংলাদেশ'ত বটেই তাই আমার ও দেশ, মনে করলাম এখন একটা রহস্যজনক কাহিনীর মূল কি তা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, তারপর সেটা গল্পের আকারে লিখে আমার প্রিয় পাঠকদের সাময়িক হলেও একটু তৃপ্তি দানকরি। এখন হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন আমার লক্ষ্যটা কি, লক্ষ্য হলো আপনাদের আনন্দ-বিনোদন চিত্ত ভরে দেওয়ার প্রয়াশ এই মানসেই আমার এই ভ্রমন, মাথিন এখন মৃত কিন্তু তার অতৃপ্ত আত্মা যে তার প্রেমিকের বহুদিনের পুরোনো এই ঐতিহাসিক কূঁয়ো যার নাম মাথিন কূঁয়ো সেটির প্রিয় সান্নিধ্য এখনও সে হাহাকার করে বেড়ায় বলে

সেখানকার প্রবীন, প্রবীনরা বলে বেড়ায়, তা প্রত্যক্ষ করাই আমার বর্তমান লক্ষ্য। সত্যি বলতে কি, বিদেহী আত্মায় আমি বিশ্বাসী নয় তবে মহাজ্ঞানী মহাজনরা আত্মাশাস্ত্র নিয়ে একটু মাথা ঘামান। যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এর প্লেনচেটে প্রেতাত্মার সাথে আলাপ, ফ্রাঙ্কেন ষ্টাইন, ড্রেকুলা ইত্যাদির রক্তজল করা হিষ্টিরিয়ার ভয়ঙ্কর কাঁপুনী সমৃদ্ধ কাহিনী যাকে বলা হয় ব্লাড থ্রিলিং কাহিনী আমাকে নাড়া দেয়, আরও কথা হলো এই বিখ্যাত লেখকরা যারা সর্বজন শ্রদ্ধেয় থাকবেন, যুগে যুগে তারাও যখন এই বিদেহীদের সত্যি বলে স্বীকার করেন, তখন আমিও একটু বাজিয়ে দেখতে আগ্রহী এই আর কি, আমিও মাথিন নামের এই এক কালীন রূপসী উপজাতি রাখাইন কন্যার সত্যিকার অস্তিত্বের আবিষ্কারে একটু খানি আগ্রহী, তাই আমার এই আতঙ্কভরা অভিযান। এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ অংশ নেওয়া আমার জানবাজি লক্ষ্য ! সুসভ্য ইংরেজ কাহিনীকার এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন এই আত্মায় বিশ্বাসী তখন আমিও না হয় একটু বিশ্বাসী হলাম, এতে ক্ষতি নেই, তবে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার একটি প্রান কাঁপা অভিধানের ত্রাসভরা অনুসন্ধান। এতে বিদগ্ধ মনের ক্ষনিকের জ্বালা নিবে গিয়ে অতৃপ্ত মন আনন্দে নৃত্য করে উঠবে, এই ধরনের আনন্দে ভয়াবহ আতঙ্ক নিত্য সঙ্গী, হোক, 'যায় যাবে যাক প্রাণ' তবুও ক্ষনিক আনন্দ'ত পেলুম। এই ত্রাসে ভরা অভিযান এর সত্য দিক অনুসন্ধানই আমার লক্ষ্য বলতে পারি, তাছাড়া গভীর নীরব রজনীতে যখন সূচ-পতন শব্দও শ্রুত হয়, তেমন রজনীতে যখন আমি লিখি ঘনঘোর আধিয়ারে ঠিক তক্ষুনি কে যেন আমার কানে শীষ দেয় 'ওভাবে নয়, এভাবে লেখ' ভয়ে আমি তখন শিউরে উঠি কিন্তু ঐ অজানা প্রয়াত বিখ্যাত লেখককে প্রাণভরে শ্রদ্ধা জানানো, তাই আমিও একটু বিদেহী বিশ্বাসী হচ্ছি। যাই হোক এখন আসল কথায় আস্ছি আপনারা ধৈর্য্য হারাবেন না প্লিজ!

যাই হোক এই অনুসন্ধান করতে এসে যে এই ভয়ঙ্কর দূর্যোগে পড়বো সেটা আগে ভাগে একটুও আমার মাথায় আসলে হয়তো এই প্রানঘাতী অভিযান থেকে দূরে ছুটে পালাতুম, কিন্তু এখন আমি নিরুপায় একরকম শৃঙ্খলাবদ্ধ। আগে এই ভয়াবহ কালবৈশাখীর ছোবল থেকে'ত বাঁচি তারপর মাথিন যদি আসে অনুগ্রহ করে। আমি যেখানে এসে বসলুম ওটা বেশ মজবুত বৃক্ষ শাখা, টর্চ্চের জ্বলজ্বলে ফোকাসে দেখতে পেলাম শাখাটি বেশ মজবুত। তখন ঝড় থেমে যাচ্ছে, ক্রমে রিষ্টওয়াচে দেখলুম রাত্রি ৩টা। ঠিক থেমনি সময় বহুদূর থেকে একটা কান্না শুনতে পাচ্ছি যেন, অতি করুন ক্রন্দন কোন কুহুকিনীর নয়তো? শিউরে উঠলুম, গায়ে চিমটি কেটে বুঝলুম আমি স্বপ্নে নয়, বাস্তবে জেগে ক্রন্দনটা শুনতে পাচ্ছি। এই ডুক্‌রে কেঁদে উঠা কান্নাটা ক্রমশঃ শশব্দ হয়ে যাচ্ছে। নিচে দেখেছিলুম কূঁয়োটা একটা ছোটখাট টিলায় বেশ উঁচুতে, এখন আমার শাখাটা প্রায় ছুঁই ছুঁই অবস্থায়। বৃষ্টির ফোটায় টইটম্বুর হয়ে উঠেছে, ধীরে ধীরে কূঁয়োর জলে তোলপাড় হচ্ছে, টর্চ্চের তীব্র ঝলকানিতে স্পষ্ট দেখলুম এক লহমায়। কান্নাটির বেগ বেশ দ্রুত,সঙ্গেঁ যেন ঢোকও গিলছে এবং ফোফানী শ্রুত হচ্ছে। আমার নার্ভ এর গতি এখন ভয়াবহভাবে বাড়ছে। ঠিক তক্ষুনি ঐ যে রূপকথায় শুনা যায়, ধীবর জাল টানতে নদী থেকে উঠে আসলো একটি কলসী, কলসীর ঢাকনা ধীবর খুলতেই একটা ভয়ঙ্কর ধূয়ো ক্রমশঃ শূন্যে পৌঁছেছে, ঠিক থেমনি একটা ভয়াবহ ধূয়ো কূয়োঁর মুখ থেকে ক্রমশঃ শূন্যে

উঠছে, তারপর হাত পাতার ভঙ্গিতে ওর দিকে করুন দৃষ্টি দিলুম। ও এখন একটু নরম হলো মনে হয় কিন্তু তখনও ফোফাচ্ছে। ও বললো, তুই মোর কথা লিখিয়ে, লেখ-ধীরাজ মোরে আদর গরিত, বুকেলইত (চুম্বনের ভঙ্গিতে) এন গইরত, মুই ভুলি ন পারি, এন ব্যাথা (ওর সুর নাঁকি) কেও ভুলিত পারে, মোর বাপে তারে ভাগাইয়ে উঁ উঁ উঁ-ত ঐ প্রিয় ধীরাজ টেকনাফ দরিয়ায় নাওচড়ি ধাইয়ে, উঃ উঃ উঃ। রাইত শেষ হর মুঁই যাই ন পারিব, ঐ বেয়ান হর তরাতরি লিখেয়ে, মুই উড়াল দিয়ম, আচ্ছা যাই কেমন, তুই বর ভাল, তোরে মুঁই আদর গরিয়ে, তুই ও মোর প্রিয়! দরকারে মোরে ডাকিয়ে, আই হাজির হইয়ম, তোর যে কোন দরকার পুরাই দিয়ম (হাত জোড়ের ভংঙ্গিতে) নঁমস্কার।

এখন আমি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, বিধ্বস্ত, গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম টিলায়, আমি চলে যাবো এখন দূর থেকে বহুদূরে, এখানেই মাথিন এর প্রেম কাহিনীর ইতিকথা সমাপ্ত করছি। (খেলনা পিস্তল ব্যাবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ায় যোগীনিকে ভয় দেখাইনি) । সমাপ্ত

শহীদ আহমদ খান, এডভাইজার, খান প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম